বিমান বাহিনীর বার্ষিক মহড়া

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, বুধবার, ২৬ ফাল্গুন ১৪১৬, ১০ মার্চ ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

বিমান বাহিনী প্রধান,

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতার মার্চ মাসে আজকের এই দিনে বিমান বাহিনীর বার্ষিক মহড়া উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নির্দেশে পরিচালিত দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে আরও স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী বিমান বাহিনীর বীর শহীদদের সহ সকল শহীদকে।

এবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে এই প্রথম আমি এলাম। এরআগে ২০০০ সালে এই কুর্মিটোলা ঘাঁটিতেই আমি MIG-29 বিমানের অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠানে এসেছিলাম।

এই MIG-29 বিমানই এখন পর্যন্ত বিমান বাহিনীর সংগ্রহে সবচেয়ে উঁচুমানের জঙ্গী বিমান। এ থেকে প্রমাণিত হয় আমাদের সরকার বিমান বাহিনীর পেশাদারী উৎকর্ষতা ও আধুনিকায়নের প্রতি কতটা আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রিয় বিমানসেনাবৃন্দ,

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ২৮শে সেপ্টেম্বর মাত্র ১টি ডিসি-৩ ডাকোটা, ১টি অটার ও ১টি এ্যালুয়েট হেলিকপ্টার নিয়ে যাত্রা শুরু করে আমাদের বিমান বাহিনী। অসাধারণ বীরত্ব, দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়ে আমাদের বিমানবাহিনী পাক হানাদার বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সফল আক্রমন পরিচালনা করে।

একটি স্বাধীন দেশের বিমান বাহিনীর মূল দায়িত্ব হচ্ছে নিজেদের আকাশসীমার প্রতিরক্ষা। সেকারণেই, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও পেশাদার বিমান বাহিনী গঠন। তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে ১৯৭৩ সালেই সে সময়ের অত্যাধুনিক MIG-21 জঙ্গী বিমানসহ পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, এয়ার ডিফেন্স রাডার ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে এদেশে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বিমান বাহিনীর নবযাত্রা শুরু হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বিমান বাহিনীতে MIG-29, জঙ্গী বিমান, C-130 পরিবহন বিমান, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা রাডারসহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামাদি যোগ করে। আমরা বিমানবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন বৃদ্ধি করি।

বিমানবাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

পেশাগত দক্ষতা অর্জন আপনাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দক্ষতা একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে তেমনি সংগঠনের জন্যেও বয়ে আনে সুনাম ও মর্যাদা। আপনাদের গড়ে উঠতে হবে একজন দক্ষ বৈমানিক, প্রকৌশলী এবং আদর্শ

বিমানসেনা হিসেবে। এ জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রশিক্ষণ ও কঠোর পরিশ্রম। পাশাপাশি, আপনাদের জানতে হবে, স্বাধীনতার জন্য লক্ষ প্রাণের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস।

মাত্র তিনটি বিমান নিয়ে যে বাহিনীর জন্ম, সেই বাহিনীর অপারেশনাল কার্যক্রমের পরিধি আজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে গেছে। জাতিসংঘ মিশন ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগে সরকারের ত্রাণ ও সাহায্য জনগণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশবাসীর মনে আজ এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে।

প্রিয় সুধিমন্ডলী,

আজ দিন বদলের ধারায়, উন্নয়নের যে অপার সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে বিমান বাহিনীকে আরও আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৌশলগত দিক থেকে একটি সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও কার্যকরী বিমান বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিমান বাহিনী নিজস্ব ওয়েব সাইট খোলাসহ সর্বস্তরে কম্পিউটার ব্যবহার, Local Area Network, Wide Area Network এবং আকাশ প্রতিরক্ষার জন্য সিষ্টেম অটোমেশন স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আপনাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, বিমান বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, বিমান বাহিনী কারিগরী ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে বন্ধুপ্রতিম দেশগুলো থেকে প্রযুক্তি আহরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিমান ও যন্ত্রাংশের ওভারহোলিং এবং মেরামতের কাজ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিপূর্বে এবাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হত।

প্রিয় বিমানসেনাবৃন্দ,

আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর বিমান বাহিনী গড়ার পাশাপাশি বর্তমান সরকার আপনাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকেও নজর দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

এ ব্যাপারে আমি জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় করেছি এবং আমাদের যৌক্তিক দাবিগুলো বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরেছি। এরআগে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অনুমোদিত Force Structure অনুযায়ী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সর্বোচ্চ ৭২৪ জন সদস্য পাঠানোর সুযোগ ছিল।

আমাদের সরকার এ সংখ্যা বাড়িয়ে ১৬১৭ জনে উন্নীত করেছে। গত মাসেই ১০৪ জন বিমান বাহিনীর সদস্য প্রথমবারের মত চাদ ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এ জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণের জন্য গিয়েছেন।

বর্তমানে জাতিসংঘ মিশনে বিমান বাহিনী সদস্যদের অংশগ্রহণ ৪৬৭ জনে পৌঁছেছে, যা বিগত বছরগুলোর তূলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়া আরও ১০০ থেকে ১৫০ জন সদস্য জাতিসংঘ মিশনে পাঠানোর পরিকল্পনা আমাদের সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে।

বর্তমান সরকারের মাত্র এক বছরে বিমান বাহিনীর জন্য Fighter Aircraft, Surface-to-Air Missile System, Helicopter, Air Defense Radar I Armament সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে। একইসঙ্গে আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন দুর্গম এলাকায় জনগণের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য জঙ্গী ও পরিবহন বিমানসমুহ পরিচালনার সুবিধার্থে কক্সবাজারে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। এরজন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমান অর্থ বছরে বিমান বাহিনীর জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ এ বাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী।

২০০৯ সালে ঘোষিত পে-স্কেল এ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের মূল বেতন পূর্বের তুলনায় প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও ছেলে-মেয়েদের উন্নত শিক্ষার কথা বিবেচনা করে শিশু শিক্ষাভাতার প্রচলনসহ বিমানসেনাদের বিভিন্ন পদবীতে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অস্থায়ী কর্তব্যে দৈনিকভাতাসহ প্রচলিত বিভিন্ন ভাতাদি উল্লেখযোগ্য হারে

বাড়ানো হয়েছে। বিমানসেনাদের এলপিআর এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পারিবারিক পেনশনের হার বৃদ্ধিসহ ছেলে-মেয়েদের পারিবারিক পেনশনের আওতায় আনা হয়েছে।

এছাড়াও, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প আমাদের সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে। সরকারের এসব পদক্ষেপ আমাদের বিমান বাহিনীকে একটি উন্নত দ্বিতীয় প্রজন্মের শক্তিশালী বিমান বাহিনীতে পরিণত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

আমার বিশ্বাস, ‘‘বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত" এই শপথে বলীয়ান হয়ে আপনারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন। আপনাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর গৌরব, সুনাম ও সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।